যুগান্তর

তারিখ ... 07 JUN 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১৩ ... কলাম ... ৬ ...

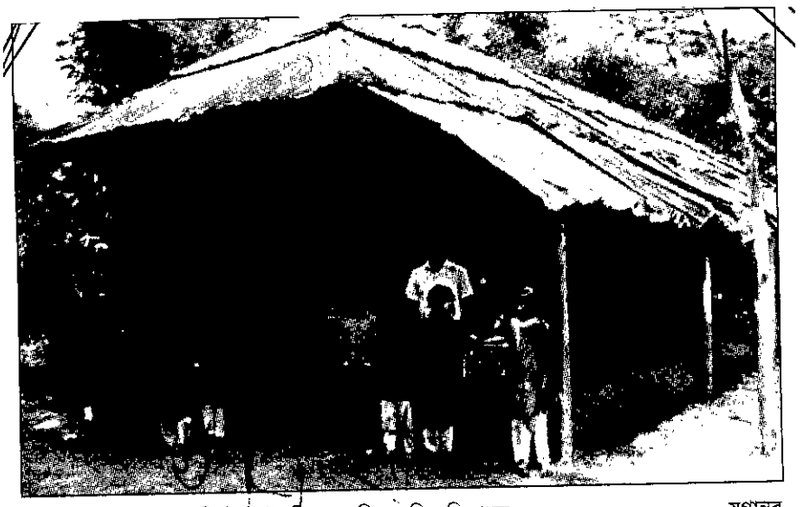

নওগাঁর রানীনগরে জরাজীর্ণ মাধাইমুড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় যুগান্তর

# ঝুপড়ি ঘরে পাঠদান

**নওগাঁ প্রতিনিধি**

নওগাঁর রানীনগর উপজেলার কালিগ্রাম ইউপির মাধাইমুড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ঝুঁকিপূর্ণ পরিত্যক্ত কক্ষে চলছে পাঠদান। বর্তমানে এই বিদ্যালয়ের দুটি ভবনের বেহাল দশা। বিদ্যুৎ ছাড়াই টিনের ছাউনির নিচে গ্রীষ্মের প্রচণ্ড তাবদাহের মধ্যে শিক্ষার্থীদের পড়াশোনা করতে হয়। পরিত্যক্ত ভবন যে কোনো সময় ভেঙে পড়ে বড় ধরনের দুর্ঘটনার আশংকা করছেন বিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী, অভিভাবকসহ সচেতন মহল। ওই বিদ্যালয়ের পরিত্যক্ত ভবনের পশ্চিম দিকের দেয়াল ভেঙে পড়ায় দরজা-জানালা, ছাউনির টিন, শিক্ষার্থীদের বেঞ্চ, আসবাবপত্রসহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র রাতের আঁধারে চুরি হয়ে যাচ্ছে। সংশ্লিষ্ট বিভাগকে বারবার অবগত করেও কোনো ফল হয়নি বলে জানান শিক্ষক ও বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি। বর্তমানে এই বিদ্যালয়ে প্রায় ১৫০ জন শিক্ষার্থী রয়েছে। প্রত্যন্ত জনপদে ১৯৬৯ সালে স্থাপিত বিদ্যালয়টি বর্তমানে বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত। কক্ষ সংকটের কারণে বাধ্য হয়ে পরিত্যক্ত মাটির ভবনের একটি কক্ষ সংস্কার করে পাঠদান কার্যক্রম চালানো হচ্ছে। প্রতিনিয়ত শিক্ষার্থীরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বিদ্যালয়ের পরিত্যক্ত কক্ষে পড়াশোনা করতে বাধ্য হচ্ছে। কক্ষ সংকটের কারণে প্রায় ৩০ বছর পূর্বে পরিত্যক্ত মাটির ভবনের একটি কক্ষ কোনোমতে বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির উদ্যোগে জোড়াতালি দিয়ে সংস্কার করে চলছে পাঠদান। শিক্ষার্থীদের জন্য নেই স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিষ্কাষণ ব্যবস্থা। চারজন শিক্ষক থাকার কথা থাকলেও তিনজন শিক্ষক দিয়েই চলছে শিক্ষা কার্যক্রম। স্কুল চলাকালীন কোমলমতি ছাত্রছাত্রীরা সবার অজান্তেই পরিত্যক্ত কক্ষে খেলাধুলা করে। যার কারণে যে কোনো সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। বৃষ্টি পড়ার বিদ্যালয়ের আসবাবপত্রসহ জরুরি কাগজপত্র নষ্ট হয়ে যায় বলে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. আজাহার আলী জানান। তিনি আরও বলেন, যদি এই পরিত্যক্ত ভবন ভেঙে নতুন করে আধুনিক মানের ভবন ও শিক্ষার্থীদের জন্য পয়ঃনিষ্কাশন এবং বিদ্যুতের ব্যবস্থা করা হয় তাহলে একটি সুন্দর পরিবেশে শিক্ষার্থীরা পড়াশোনা করতে পারবে।